দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 DEC 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

084

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব

'শিক্ষা' একটি সমস্যা সমস্যাবহুল আমাদের দেশ। মৌলিক সমস্যার পরে যে সমস্যাটা প্রধান হয়ে দাঁড়ায় সেটি হল শিক্ষা। শিক্ষা একটি জাতিকে আলোকিত করে। শিক্ষার উপরই একটা দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে। যে দেশ ও জাতি যতো বেশী শিক্ষিত তারা তত উন্নত। কিন্তু দুর্ভাগ্য। বাংলাদেশে শিক্ষার উন্নতিকল্পে এখনো কোন সুষ্ঠু সুরাহা হয়নি। এ সম্পর্কে বিভিন্ন মহল থেকে বড় বড় বুলি শুনা গেলেও বাস্তবে তার সামান্যতমও প্রতিফলিত হয় না। ফলে সমস্যা শুধু সমস্যাই থেকে যায়। আমাদের দেশের শিক্ষার অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান কারণ হল প্রাথমিক শিক্ষার অভাব। তথ্যানুসারে জানা গেছে, বাংলাদেশে আনুমানিক ৪৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

কিন্তু তা ছেলে-মেয়েদের তুলনায় অপ্রতুল। তাছাড়া অন্যান্য সমস্যা যেমন বই, খাতা, কলম, বেতন ইত্যাদি তো আছেই। এসব খরচ বহন করতে না পেরে আমাদের দেশে অনেক গরীব ছেলে-মেয়ে গোড়াতেই স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। প্রতি বছর এই দল-ছুটদের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। তবে ইতিমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে দল-ছুটদের এই সংখ্যা হ্রাসের লক্ষ্যে সরকার একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তা কার্যকরও হয়েছে। দারিদ্র্য, পরীক্ষায় ফেল করা, লেখা-পড়ায় অনাগ্রহ ইত্যাদি কারণে অনেক ছাত্রই প্রথম শ্রেণী বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। অন্যদিকে স্কুলে খাপ খাইয়ে নিতেও সময় লাগে। এসব ভেবে-চিন্তে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, প্রথম শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা হবে না।

তারা প্রথম শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে। কেউ ফেল করবে না। এ তিনটি শ্রেণীকে অবিভক্ত শ্রেণী হিসেবে গণ্য করা হবে।

সরকারের এ সিদ্ধান্ত কতটুকু সফল হবে এবং আসলেই দল-ছুটদের সংখ্যা কমবে কি-না তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে আশার কথা, কিঞ্চিত হলেও কিছু না কিছু সুফল তো হবেই। তাই সরকারের এ সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয়ই বলতে হবে। সরকার অবশ্য এ সিদ্ধান্তের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেছেন যে, এতে দল-ছুটদের সংখ্যা কমে যাবে এবং লেখা-পড়ার মান হ্রাস পাবে না। কারণ আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা না হলেও শিক্ষক প্রতিদিন প্রতি পাঠে শিশুর মূল্যায়ন করবেন এবং ধারাবাহিক মূল্যায়নের লিখিত রেকর্ড রাখবেন। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা ছাড়াই আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ৭০ ভাগ শিশু এবং মাধ্যমিক স্তরে ৪০ ভাগেরও বেশী শিক্ষার্থী পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। মূলতঃ আর্থ-সামাজিক কারণেই প্রাথমিক স্তরে শিশুরা লেখা-পড়া ছেড়ে দেয়। তাই দেশকে সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত করতে হলে প্রয়োজন বাস্তবমুখী সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ। কেননা শিক্ষা ছাড়া দেশের উন্নতির আশা বাতুলতা মাত্র। গোটা দেশকে নিরক্ষর রেখে শুধু দু'চার জনকে বিদেশে পাঠিয়ে বড় বড় ডিগ্রী আনলেই দেশ শিক্ষিত হয়ে যাবে না। অতএব দেশে শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্বের কথা বিবেচনায় রেখে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করে বিনামূল্যে বই ও খাতা সরবরাহ করার বিষয়টিও সরকারকে ভেবে দেখতে হবে।

—মোঃ কামাল উদ্দিন বাবুল